২৭/১০/২০০১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

বোর্ডের তালিকাভুক্ত ৩৩৬টি প্রতিষ্ঠান শর্তানুযায়ী মাধ্যমিক বই প্রকাশে গড়িমসি করছে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দুই কোটি পাঠ্যবই যথাসময়ে প্রকাশ নিয়ে জটিলতা

মাধ্যমিক স্তরের দু' কোটি পাঠ্যবই যথাসময়ে প্রকাশ নিয়ে বেশ জটিলতা সৃষ্টি হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের জোর দাবি সময়মতো বই প্রকাশ করা যাবে। বই প্রকাশের কাগজ সঙ্কটের পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তালিকাভুক্ত ৩৩৬টি প্রতিষ্ঠান বোর্ডের বিভিন্ন শর্ত অনুযায়ী মাধ্যমিকের বই প্রকাশ করতে গড়িমসি করছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা শিক্ষা বছর শুরু হতে দু'মাস বাকি থাকলেও

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

বোর্ডের তালিকাভুক্ত (প্রথম পাতার পর)

পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাগজ এখনও পুরোপুরি নাগালের বাইরে। কর্ণফুলী পেপার মিলকে কাগজ লাগবে জানানো হলেও পরিমাণ কনফার্ম না করায় মিলের পক্ষে চাহিদা ও উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী সময়মতো পুরো কাগজ সরবরাহ বেশ অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। আগামী ৮ নবেম্বর থেকে কর্ণফুলী পেপার মিল মোট চাহিদা আড়াই হাজার মেট্রিক টন কাগজ সরবরাহ শুরু করবে। মিলের একটি মেশিনে প্রতিদিনের উৎপাদন ক্ষমতা ৩০ থেকে ৪০ মেট্রিক টন হলে পুরো কাগজ সময়মতো পাওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

এদিকে বইয়ের নকল রোধে প্রকাশকরা প্রতি বইয়ে এক ফর্মা বিশেষ রঙের সিকিউরিটি পেপার বা গোটা বই বিশেষ রঙের কাগজে ছাপার প্রস্তাব দিলেও তা মানা হচ্ছে না। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্ণফুলী পেপার মিলের সঙ্গে সাদা কাগজে জলছাপ দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের কাগজ সরবরাহের চুক্তি করেছে। এ ব্যাপারে প্রকাশকদের বক্তব্য হচ্ছে, জলছাপ দিয়ে আসলে নকল ঠেকানো সম্ভব নয়। কারণ জলছাপ আলোতে না ধরলে বোঝা যায় না। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এত সচেতন নয় যে তারা জলছাপ দেখে আসল-নকল খতিয়ে বই কিনবে। গত বছরের অবিক্রীত প্রচুর বইয়ের স্টক থাকায় তা এবারও অসাধু প্রকাশকরা কম দামে বিক্রির সুযোগ পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাছাড়া নতুন বই প্রকাশ করা হলেও এখনও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিজ্ঞাপন দিয়ে পুরনো বই বাতিল ঘোষণা করেনি। জানা যায়, ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ৬০টি বইয়ের এক কোটি ৯৯ লাখ ৫৭ হাজার ৮৬৫টি বই ছাপার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব বই প্রকাশে তালিকাভুক্ত হবার জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ড দরখাস্ত আহবান করে। শেষ পর্যন্ত ৩৩৬টি প্রতিষ্ঠানকে বই ছাপার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে দু'মাস বাকি থাকলেও এ পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়া হয়নি। লেটার অব অফারপ্রাপ্ত এসব প্রতিষ্ঠানের সম্মতিপত্র দেবার শেষ সময় ছিল গত ২৪ অক্টোবর। এই সম্মতি দেবার সময় ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি সূত্রে জানা গেছে যে, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে গেলে প্রকাশকদের পুঁজি বাঁচানো কঠিন হয়ে যাবে। প্রকাশকরা দুই জায়গা (এনসিটিবি এবং কর্ণফুলী পেপার মিল) থেকে কাগজ নেবার বদলে কেবল মিল থেকে কাগজ নেয়া, পারফরমেন্স গ্যারান্টি শতকরা ১০ ভাগের বদলে ৫ ভাগ নির্ধারণ, পুরনো বই বাতিলের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, বইয়ের কভারের ডিজাইন ও রং পরিবর্তন, বিশেষ রঙের কাগজে বই প্রকাশ এবং বই বরাদ্দ ও মনিটরিং কমিটিতে প্রকাশকদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন জনকণ্ঠকে বলেন, যথাসময়ে বই দেবার জন্য যত দ্রুত কাজ করা যায় তা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বিগত সরকারের উচিত ছিল বই প্রকাশের প্রক্রিয়া আরও অনেকদূর অগ্রসর করা এবং এখন আমাদের যেসব কাজ করতে হচ্ছে তা আরও আগে হওয়া উচিত ছিল। ইতোপূর্বে দায়সারাভাবে কাজ এগোনোর কারণে বর্তমান সরকারের যথাসময়ে বই প্রকাশে নাভিশ্বাস অবস্থা। তারপরও যথাসময়ে দেশের ছাত্রছাত্রীরা বই পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান শফিউর রহমান জনকণ্ঠকে বলেন, কর্ণফুলী পেপার মিল বলেছে যে তারা সময়মতো কাগজ সরবরাহ করতে পারবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রকাশকরা তো তাঁদের ব্যবসায়িক সুবিধার কারণে বিভিন্ন দাবি তুলবেন। আমাদের দেখার বিষয় কোন্ দাবি, কতটা যৌক্তিক। তিনি আরও বলেন, সময়মতো বই প্রকাশে আমরা একটি ওয়ার্কপ্ল্যান তৈরি করেছি। আশা করছি সময়মতো শিক্ষার্থীরা বই পেয়ে যাবে। এক প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান বলেন, পুরনো বই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বাতিল করা হবে। সে সময় এখনও আসেনি। বই প্রিন্ট শুরু হলেই এই বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে।

উল্লেখ্য, যথাসময়ে বই প্রকাশের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রথম ভাষণে জাতির কাছে অঙ্গীকার করার পর পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ঘুম যেন হারাম হয়ে গেছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান শফিউর রহমান স্টাফ নিয়ে ছুটির দিন শুক্রবারও অফিস করছেন। তিনি জানালেন, শনিবারও তিনি অফিস করবেন।